তারিখ 12 FEB 2014
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

প্রথম আলো

সব আদিবাসী ভাষাই বিপন্ন

পার্থ শঙ্কর সাহা ●

কক্সবাজারের মহেশখালীর বড় রাখাইনপাড়ায় বৌদ্ধমন্দিরের সামনে বসে গত রোববার কথা হচ্ছিল মং মং রীর সঙ্গে। আলোচনায় ভাষার প্রসঙ্গটি উঠে এলে রাখাইন মং মং আক্ষেপ করে বললেন, 'আমি রাখাইন ভাষা বলতে অভ্যস্ত। আমার ছেলেমেয়েরা কিন্তু সেই ভাষা প্রায় পারেই না। দুজনেই ঢাকায় লেখাপড়া করে। ওদের সন্তানেরা এই ভাষার কিছুই জানবে না।'

মন্দির থেকে ২০০ গজ দূরেই বার্মিজ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এখানেই পড়াশোনা করেছেন তিনি। জানালেন, একসময় এই বিদ্যালয়ে রাখাইন ভাষা শিক্ষা দেওয়া হতো চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত। বিদ্যালয়টি সরকারীকরণের পর সেই ব্যবস্থা আর নেই। আগে মন্দিরভিত্তিক ভাষা শিক্ষা দেওয়া হতো। এখন এর প্রচলনও নেই।

মহেশখালী থেকে সমতলের টাঙ্গাইলের ধোপারচালা গ্রাম। জেলার সখীপুরের এই গ্রামে প্রায় দেড় শ কোচ পরিবারের বসবাস। কয়েকজন প্রবীণ ছাড়া এ গ্রামের কেউ এখন কোচদের 'ধার' ভাষায় কথাও বলতে পারে না। গ্রামের রমেশ কুমার কোচ বলছিলেন, 'আমাদের বর্ণমালা উদ্ধার করে একটি বই ছাপিয়েছি। তবে কারও কোনো সহায়তা পাই নাই।'

শুধু রাখাইন বা কোচ জাতির ভাষাই নয়, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি জরিপের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, দেশের সব আদিবাসী ভাষাই এখন বিপন্ন।

বাংলাদেশে আদিবাসীদের ভাষার ওপর সামাজিক-ভাষাতাত্ত্বিক জরিপ করেছে আন্তর্জাতিক সংগঠন সামার ইনস্টিটিউট অব লিঙ্গুইস্টিকের (সিল) বাংলাদেশ শাখা। সংগঠনটি ২০০২ সাল থেকে এ যাবৎ মোট ৩০টি ভাষার ওপর জরিপ চালিয়েছে।

জরিপে দেখা গেছে, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা ছাড়া শিক্ষা বা কোনো কাজেই নিজ ভাষা ব্যবহার করতে পারে না আদিবাসীরা। এসব ভাষায় বাংলা ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটছে হরদম। বয়সে প্রবীণেরা নিজ ভাষায় কথা বলতে পারলেও নতুন প্রজন্ম ভাষাটির কোনো ব্যবহারই জানে না।

সিলের গবেষকেরা বলছেন, সারা পৃথিবীতে ভাষার অবস্থা বিবেচনার জন্য একটি গ্রহণযোগ্য নিরিখ হলো 'ফিশম্যান মানদণ্ড'। সেই মানদণ্ডের বিচারে বাংলাদেশের সব আদিবাসী ভাষাই বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

দেশের সব আদিবাসী ভাষাই বিপন্ন

শেষ পৃষ্ঠার পর

ফিশম্যান মানদণ্ডের পুরো নাম গ্রেডেড ইন্টারজেনারেশনাল ডিসরাপশন স্কেল (জিআইডিএস)। একটি ভাষার অবস্থা কী, সেটি বোঝাতে এই মানদণ্ডের আটটি স্তর রয়েছে। চতুর্থ স্তরে থাকলেও ভাষাটি বিপন্ন হিসেবে গণ্য হয় না। কিন্তু চারের পরের স্তরে, অর্থাৎ পঞ্চম স্তরে চলে গেলে ওই ভাষা বিপন্ন হিসেবে চিহ্নিত হবে। ওই মানদণ্ডের প্রথম স্তরের বিবেচনার বিষয় হলো, ভাষাটি ঊর্ধ্বতন সরকারি পর্যায়ে ব্যবহৃত হয় কি হয় না। বাংলাদেশের কোনো আদিবাসী ভাষাই সরকারি পর্যায়ে ব্যবহৃত হয় না।

বিপন্নতার শুরু যে পঞ্চম স্তরে, সেই স্তরের বিচার্য বিষয় হলো, ভাষাটির মাধ্যমে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তৃতি এবং ওই ভাষায় সাহিত্য রয়েছে কি না।

সিলের জরিপে দেখা যাচ্ছে, সংখ্যার দিক থেকে দেশের সবচেয়ে বড় আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী চাকমাদের ভাষায় সাহিত্য রয়েছে। কিন্তু জরিপের উত্তরদানকারীদের বেশির ভাগ বলছেন, এই সাহিত্য সামান্য কিছু লোক ব্যবহার করেন। জরিপে অংশগ্রহণকারী চাকমাদের অর্ধেক লোক বলেছেন, তাঁরা নিজ ভাষার নানা উপকরণ পড়েছেন, কিন্তু সেগুলো তাঁদের কঠিন মনে হয়েছে। জরিপের দুই-তৃতীয়াংশ লোক বলেছেন, কেবল প্রার্থনার সময়ই মাতৃভাষা ব্যবহার করেন তাঁরা।

সিলের জরিপে দেখা গেছে, আদিবাসীরা প্রয়োজনীয়তার চাপেও নিজ মাতৃভাষা থেকে বাংলাকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। সমতলের সাঁওতাল জাতির মানুষের মধ্যে ৪৯ শতাংশ মানুষ মনে করে, নিজ মাতৃভাষার চেয়ে বাংলাই তাদের বেশি প্রয়োজনীয়। সাঁওতাল প্রবীণদের মধ্যে এই ধারণা ৩৩ শতাংশের হলেও কমবয়সীদের মধ্যে এই হার ৬৩ শতাংশ।

নিজ ভাষায় পড়তে বা লিখতে পারে কি না—সিলের জরিপের এই প্রশ্নের উত্তরে দেখা গেছে, ৪৭ শতাংশ সাঁওতালই তা পারে না। উত্তরবঙ্গের কোদা ও কোল জাতির মানুষের কেউই নিজ ভাষায় পড়তে বা লিখতে পারে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান বলেন, ফিশম্যানের তত্ত্ব দিয়ে এটি নিশ্চিত করে বলা যায় যে বাংলাদেশের সব আদিবাসী ভাষার অস্তিত্বই হুমকির মুখে। এর সুরক্ষা জরুরি।

কীভাবে এর সুরক্ষা হতে পারে? জবাবে তিনি দুটি প্রস্তাব দেন। একটি হচ্ছে, অন্তত প্রাথমিক স্তরে আদিবাসীদের শিক্ষার মাধ্যম করতে হবে তাদের মাতৃভাষাকে। দ্বিতীয়ত, তিনি প্রতিটি ভাষার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা সংরক্ষণের গুরুত্ব দেন। আর দুটি কাজেই সরকারের নীতিনির্ধারণী মহলকে যত্নবান হতে হবে বলে মত দেন তিনি।

তবে সরকারিভাবে কেবল পাঁচটি আদিবাসী ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক স্তরে এ বছর থেকে শিক্ষা কার্যক্রম চালুর কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত বইগুলোই তৈরি হয়নি—প্রাথমিক ও গণশিক্ষাবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। মন্ত্রণালয়ের উপসচিব নুজহাত ইয়াসমীন গত বৃহস্পতিবার *প্রথম আলোকে* বলেন, পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, আগামী বছরের আগে এটা শুরু করা যাবে না।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অরুণা বিশ্বাস স্বীকার করেন, দেশে কতগুলো আদিবাসী জাতি আছে, তাদের ভাষার সংখ্যা কত, এসব ভাষার অবস্থাই বা কেমন, তা নিয়ে সরকারিভাবে কোনো তথ্য নেই। তবে তিনি জানান, বাংলাদেশে নৃ-ভাষার (আদিবাসীদের ভাষায়) বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা নামে একটি জরিপ শুরু হচ্ছে এ বছরের মার্চ মাসে। এটা শেষ হলে সব তথ্য জানা যাবে।